

কলকাতা উচ্চ আদালত  
সাংবিধানিক রিট এখতিয়ার  
আপিল বিভাগ

উপস্থিত:

মাননীয় বিচারপতি দেবাংশু বসাক

এবং

মাননীয় বিচারপতি মো. শব্বর রাশিদি

ডব্লু. পি. এল. আর. টি. ২০০৬ সালের ৫৮৪ নং

সহ

আই. এ নম্বর সহঃ ২০২৩ সালের সি এ এন ১

রাজারহাট ফিশারম্যানস সমবায় সমিতি লিমিটেড

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্যরা

আবেদনকারীর পক্ষে-

শ্রী সৌরভ গুহ ঠাকুরতা, আইনজীবী

শ্রীমতী মল্লিকা রায়চৌধুরী, আইনজীবী

শ্রীমতী তানুকা বসু, আইনজীবী

রাজ্যের জন্য:-

শ্রী ললিত মোহন মাহাতো, এ. জি. পি.

এস. কে. মো. গালিব, আইনজীবী

শ্রীমতি সুজাতা মুখার্জি, আইনজীবী

শুনানি শেষ হয়েছে:-

অক্টোবর ৩, ২০২৩

রায়ঃ

অক্টোবর ১০, ২০২৩

বিচারপতি দেবাংশু বসাক-

১. রিট আবেদনকারী ৩০শে আগস্ট তারিখের আদেশকে আক্রমণ করেছেন, ২০০৩ সালের ও. এ ১৯৭৯ (এল. আর. টি. টি) থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন মামলা নং (এল. আর. টি. টি)-এ পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার ও ভাড়াটে ট্রাইব্যুনাল দ্বারা ২০০৪ সালে পাস করা হয়েছে।

২. বিতর্কিত আদেশের মাধ্যমে, ট্রাইব্যুনাল রায় দিয়েছে যে, প্রশ্নবিদ্ধ জমিটি রাজ্যের হাতে ন্যস্ত ছিল এবং রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন, ১৯৫৩ এর ধারা ১০ (১) এবং ধারা ১০ (৩) অনুসারে এর দখল নিতে স্বাধীন।

ট্রাইব্যুনাল ২০০০ সালের ৭ নং মামলায় জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত ১২ মার্চ, ২০০০ তারিখের আদেশ বহাল রেখেছে এবং রিট আবেদনকারীর মূল আবেদনটি খারিজ করে দিয়েছে।

৩. রিট আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে, রিট আবেদনকারী একটি সমবায় সমিতি, সমবায় সমিতি আইনের অধীনে নিবন্ধিত। রিট আবেদনকারী মালিক এবং দখলদার এবং মৌজা নয়াবাদের আর.এস. খতিয়ান নং ৮ এর অধীনে জেএল নং ২৫-এ অবস্থিত ৭৯.১১ একর জমির ১, ২, ৩, ৪৫, ৭৬ এবং ৮৯ নং প্লটের প্রকৃত দখলে রয়েছেন।

৪. রিট আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দিয়েছেন যে, প্রশ্নবিদ্ধ জমিটি মূলত মন্ডলদের ছিল যারা সরকারদের অনুকূলে ইজারা বন্দোবস্ত এবং চিরস্থায়ী পাট্টা দিয়েছিলেন। তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে, একটি বিভাজন মামলা দায়ের করা হয়েছিল যার অধীনে, সরকারদের প্রশ্নবিদ্ধ জমির মালিক এবং সহ-অংশীদার হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। সরকাররা ১৯৩৯ সালে একটি নিবন্ধিত দলিলের মাধ্যমে সম্পত্তিটি সাবার্বান কৃষি ডেইরি ফিশারী প্রাইভেট লিমিটেড (SADFPL) এর কাছে বিক্রি করেছিলেন।

রিট আবেদনকারী ১৯৬০ সালে এস. এ. ডি. এফ. পি. এল-এর কাছ থেকে জমিটি কিনেছিলেন এবং ক্রমাগত দখল করে সেখানে মৎস্যচাষের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বিতর্কিত জমিটি তার পক্ষে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। রিট আবেদনকারী সেই রাজ্যকে ভাড়া দিয়েছিলেন যারা তা গ্রহণ করেছিল।

৫ . রিট আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী যুক্তি দেখিয়েছেন যে, রাজস্ব নিষ্পত্তি পরিচালনার অধীনে, খন্দ খাতিয়ানদের এস.এডিএফপিএল-এর কৃষি ও অকৃষি জমির জন্য আলাদাভাবে খোলা হয়েছিল এবং ভাড়া পশ্চিমবঙ্গ এস্টেট অধিগ্রহণ আইন, ১৯৫৩-এর ধারা ৪-এর অধীনে মূল্যায়ন করা হয়েছিল। রিট আবেদনকারী ১৯৫৩ সালের আইনের ধারা ৪৪-এর অধীনে আপত্তি দায়ের করেছিলেন যা অনুমোদিত ছিল না। রিট আবেদনকারী ১৯৫৩ সালের আইনের ধারা ৪৪ (৩)-এর অধীনে আপিল করেছিলেন যা ১৫ই জুন, ১৯৫৭-এর একটি আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। তিনি এই ধরনের কার্যধারায় ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ১৯৫৭ সালের ১৫ই জুন পাস করা আদেশের কথা উল্লেখ করেছেন এবং যুক্তি দেখিয়েছেন যে, প্রশ্নযুক্ত প্লটগুলিকে ট্যাক্স ফিশারিজ বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল।

৬. রিট আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী উল্লেখ করেছেন যে ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এস. এ. ডি. এফ. পি. এল-কে করার আহ্বান জানিয়েছেন

১৯৯৭ সালের ২৭শে নভেম্বর রাজ্যের কাছে বিতর্কিত জমির দখল, যা এস. এ. ডি. এফ. পি. এল মেনে নেয়নি। এস. এ. ডি. এফ. পি. এল একটি রিট পিটিশন দাখিল করে এই ধরনের নোটিশকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ তারিখের নোটিশটি হাইকোর্ট ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে বাতিল করে দিয়েছিল। এই ধরনের আদেশের বিরুদ্ধে কোনও আপিল করা হয়নি।

৭. রিট আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবী যুক্তি দেখিয়েছেন যে, প্রশ্নবিদ্ধ জমি এসএডিএফপিএল দ্বারা ধরে রাখা হয়েছিল এবং তাই এটি রাজ্যের কাছে ন্যস্ত ছিল না। এসএডিএফপিএল ফর্ম বি রিটার্ন জমা দিয়েছিল এবং জমিটি প্রশ্নবিদ্ধ রেখেছিল। এই ধরনের যুক্তির সমর্থনে, তিনি ১৯৫৯ সালে এসএডিএফপিএল দ্বারা দায়ের করা ফর্ম বি উল্লেখ করেছেন।

৮. রিট আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবী পশ্চিমবঙ্গ এস্টেট অধিগ্রহণ আইন, ১৯৫৩-এর ধারা এসএ (৩) (ii)-এর কথা উল্লেখ করেছেন এবং যুক্তি দিয়েছেন যে, এসএডিএফপিএল সংরক্ষিত জমির অংশ থেকে রিট আবেদনকারীর কাছে জমি বিক্রি করেছে।

৯. রিট আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী যুক্তি দিয়েছেন যে, রিট আবেদনকারী সংশোধনের জন্য আবেদন করেছেন। নিষ্পত্তি রেকর্ডে অধিকারের রেকর্ড। এই ধরনের

প্রতিনিধিত্ব বিবেচনা করা হচ্ছে না, রিট আবেদনকারী ১৯৯৭ সালের ডব্লিউপি নং ১৫৫৫৫ (ডাব্লু) হিসাবে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেছিলেন যা কর্তৃপক্ষকে এই ধরনের প্রতিনিধিত্ব বিবেচনা ও নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দিয়ে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। ১২ মার্চ, ২০০০ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ এই ধরনের উপস্থাপনা নিষ্পত্তি করেছিল। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, এই ধরনের একটি আদেশ পিছনের তারিখের ছিল।

১০. রিট আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবী যুক্তি দেখিয়েছেন যে, রাজ্য এসএডিএফপিএল-এর বিরুদ্ধে ১৯৭২ সালের ১৩ নং শিরোনাম মামলা হিসাবে ঘোষণার জন্য একটি মামলা দায়ের করেছিল এই ঘোষণার জন্য যে এই জমিটি ট্যাক্স ফিশারিজ ছিল এবং বিবাদী তার পছন্দ অনুযায়ী মাত্র ২৫ একর জমি ধরে রাখার অধিকারী। এই ধরনের মামলা বাতিল হয়ে গিয়েছিল।

১১. রিট আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবী ১৯৫৩ সালের আইনের অর্থের মধ্যে একটি ট্যাক্স মৎস্যচাষ গঠন করবে এমন প্রস্তাবের জন্য ৯০টি কলকাতা সাপ্তাহিক উল্লেখযোগ্য পৃষ্ঠা ৪৪ (শ্রীমতী শান্তি দেবী বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য)-এর উপর নির্ভর করেছেন। তিনি তাঁর এই যুক্তির সমর্থনে ১৯৮৫ সালের খণ্ড ৩ সুপ্রিম কোর্টের মামলা ৭১৭ (সরোজ কুমার বসু বনাম কানাইলাল মণ্ডল এবং অন্যান্য)-এর উপরও নির্ভর করেছেন যে, প্রশ্নবিদ্ধ জমি একটি ট্যাক্স মৎস্যচাষ।

১২. রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবী যুক্তি দেখিয়েছেন যে, রিট আবেদনকারী দাবি করেছেন যে তিনি ১৯৬০ সালের ১০ই অক্টোবর জমিটি কিনেছেন। তাঁর মতে, ১৯৫৩ সালের আইনের বিধান অনুসারে ১৯৫৫ সালের ১৫ই এপ্রিল জমিটি রাজ্যের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছিল, কারণ রিট আবেদনকারীর বিক্রেতা এসএডিএফপিএল সেই জমির মধ্যস্থতাকারী ছিলেন।

১৩. রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে এসএডিএফপিএল যে জমিতে মধ্যস্থতাকারী ছিল সেই জমির ক্ষেত্রে রাজ্যের বিরুদ্ধে কতগুলি কার্যধারা শুরু করেছিল। প্রশ্নযুক্ত জমিটি সেই জমির একটি অংশ যেখানে এসএডিএফপিএল মধ্যস্থতাকারী ছিল।

১৪. রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবী ১৯৯৩ সালের সম্পদের উপর নির্ভর করেছেন। (৪) সুপ্রিম কোর্টের ৬৭৪টি মামলা (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য বনাম শহরতলি কৃষি দুগ্ধ ও মৎস্য বিভাগ লিমিটেড এবং আরেকজন) এবং যুক্তি দেখান যে রিট আবেদনকারীর দ্বারা উত্থাপিত সমস্ত সমস্যার উত্তর সেখানে দেওয়া হয়েছে।

১৫. রাষ্ট্রপক্ষে উপস্থিত একজন বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দিয়েছেন যে, SADFPL ফর্ম B দাখিল করেনি।

রিট আবেদনকারী একজন হস্তান্তরকারী পদে অধিষ্ঠিত এবং তাই, সংশ্লিষ্ট জমির বিষয়ে তাঁর কোনও দাবি নেই। তিনি ২০১৫ সালের ৪র্থ খন্ড সিএইচএন ১৯০ (রাজবালা বারিক বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য)-এর উপর নির্ভর করেছেন এই যুক্তির সমর্থনে যে, হস্তান্তরের পরে হস্তান্তরকারী ধরে রাখার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।

১৬. রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবী রাজ্যের বিরোধী হলফনামায় করা বক্তব্যের প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, সি. এস. রেকর্ড অফ রাইটস-এ পুরো জমি ১ নম্বর দাগ হিসাবে দেখানো হয়েছে। আর. এস রেকর্ড অফ রাইটস-এ / পর্চা ১ নম্বর দাগ ভাগ করা হয়েছে এবং এতে প্রশ্নবিদ্ধ জমি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তিনি ২০০৬ সালের ৬ই অক্টোবর ২০০৩ সালের ৫৯ নম্বর টি. এ-তে প্রদত্ত ট্রাইবুনালের আদেশের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ট্রাইবুনাল দ্বারা এসএডিএফপিএল-কে প্রদত্ত নির্দেশ সত্ত্বেও, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনও ফর্ম বি দাখিল করা হয়নি। ২০০৪ সালের ৬ই অক্টোবরের আদেশটি পক্ষগুলির জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে উঠেছে। যেহেতু রিট আবেদনকারী এস. এ. ডি. এফ. পি. এল-এর মাধ্যমে এর শিরোনাম খুঁজে পেয়েছেন, তাই এটি ৬ই অক্টোবর, ২০০৪ তারিখের আদেশ দ্বারা আবদ্ধ ছিল।

১৭. রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দিয়েছেন যে, SADFPPL ২০০৪ সালের WPLRT ৭৭৭-এ ট্রাইবুনালের ৬ অক্টোবর, ২০০৪ তারিখের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করেছিল, যা ১০ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে খারিজ করা হয়েছিল।

তিনি রিট আবেদনকারীর হলফনামা-উত্তরে করা বক্তব্যগুলিও উল্লেখ করেছেন এবং জমা দিয়েছেন যে, রাজ্য তার হলফনামা-বিরোধীতে যে সত্যিকারের পরিস্থিতি দাবি করেছে তা অস্বীকার করা হয়নি।

১৮. ১৯৫৭ সালের ১৫ জুনের এসেট অ্যাকুইজিশন ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের উল্লেখ করে, রাষ্ট্রপক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দিয়েছেন যে, এই ট্রাইব্যুনাল সম্পত্তিটিকে লিজ হোল্ড সম্পত্তি হিসেবে মূল্যায়ন করে ভাড়ার হার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্য ট্রাইব্যুনাল এই সিদ্ধান্তেও পৌঁছেছে যে এই ধরনের লিজ রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বলে গণ্য হবে। তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে, সুবর্ণ কৃষি ডেইরি ফিশারি প্রাইভেট লিমিটেডে নির্ধারিত অনুপাতের পরিপ্রেক্ষিতে (উপরের দিকে) রিট আবেদনকারী বা SADFPPL কেউই আপিল নিষ্পত্তির তারিখে প্রশ্নবিদ্ধ সম্পত্তিতে কোনও অধিকার অর্জন করেনি।

১৯. রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী বলেছেন যে, সংশ্লিষ্ট বিএল এবং এলআরও তারিখে একটি আদেশ পাস করেছে। ১২ই মার্চ, ২০০০ আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে কাজ করছে

৯, সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ সালের ডব্লিউপি নং ১৫৫৫৫ (ডাব্লু)-এ পাস করা হয়েছে। এই আদেশটি বর্তমান কার্যধারার জন্ম দিয়েছে।

২০. রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী বলেছেন যে, ১৯৫৩ সালের আইনের ৬ (৫) ধারার অধীনে এস. এ. ডি. এফ. পি. এল-এর দখলে থাকা জমির ক্ষেত্রে ১৯৯১ সালের বি. আর নং ১ হিসাবে একটি বড় রায়িয়াত কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল, যা ১৯৯১ সালের ১১ই মার্চ নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। এস. এ. ডি. এফ. পি. এল এই জমিটি এস. এ. ডি. এফ. পি. এল-এর দ্বারা সংরক্ষিত প্লট হিসাবে দেখায়নি। ফলস্বরূপ, এস. এ. ডি. এফ. পি. এল-কে ২৫ একর কৃষিজমি, ০.৬৩ একর অকৃষি জমি এবং ০.৩৬ একর জমি এই ধরনের বি. আর কার্যধারার অধীনে ধরে রাখার অনুমতি দেওয়ার পরে এই জমিটি রাজ্যের হাতে ন্যস্ত হয়ে যায়।

২১. উত্তরে, রিট আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী এসএডিএফপিএল দ্বারা দাখিল করা ফর্ম বি-এর প্রত্যয়িত অনুলিপি বলে দাবি করা নথির দিকে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই ধরনের ফর্ম বি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাখিল করা হয়েছিল কি না, এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন যে, তা ছিল না।

২২. উপরে উল্লিখিত হিসাবে, রিট আবেদনকারী অধিকার দাবি করেছেন এস. এ. ডি. এফ. পি. এল-এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জমির ক্ষেত্রে। এস. এ. ডি. এফ. পি. এল

১৯৫৩ সালের আইন কার্যকর হওয়ার তারিখে সংশ্লিষ্ট জমি সহ বিপুল পরিমাণ জমির মালিকানা ছিল। এসএডিএফপিএল-এর দখলে থাকা জমির ক্ষেত্রে ১৯৫৩ সালের আইনের ৬ (৫) ধারার অধীনে ১৯৯১ সালের বিআর নং ১-এর একটি বড় রায়িয়াত কার্যধারা শুরু করা হয়েছিল। ১৯৯১ সালের ১১ই মার্চ এসএডিএফপিএল-কে ২৫ একর কৃষিজমি, ০.৬৩ একর অকৃষি জমি এবং ০.৩৬ একর জমি ধরে রাখার অনুমতি দিয়ে এই ধরনের কার্যধারা নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। ফলস্বরূপ, এসএডিএফপিএল-এর দখলে থাকা অবশিষ্ট জমি ১৯৫৫ সালের ১৫ই এপ্রিল থেকে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে রাজ্যের হাতে ন্যস্ত ছিল। এস. এ. ডি. এফ. পি. এল এই ধরনের বিগ রায়িয়াত কার্যধারায় জমিটি ধরে রাখার বিষয়টি দেখায়নি। রিট আবেদনকারী দাবি করেছেন যে, তিনি ১৯৬০ সালে এস. এ. ডি. এফ. পি. এল-এর কাছ থেকে জমিটি কিনেছিলেন, যা ১৯৫৫ সালের ১৫ই এপ্রিল থেকে কার্যকর হয়েছে। বিক্রির সময়, অর্থাৎ ১৯৬০ সালে এস. এ. ডি. এফ. পি. এল-এর রিট আবেদনকারীকে জমি দেওয়ার কোনও অধিকার, মালিকানা এবং সুদ ছিল না। অতএব, রিট আবেদনকারীর কাছে জমি সম্পর্কে কোনও সঠিক মালিকানা বা সুদ জমা হয়নি। এস. এ. ডি. এফ. পি. এল দ্বারা বা অন্যথায় সম্পাদিত পরিবহনের দলিল।

২৩. ১৯৫৩ সালের আইনের ১০ (১) ধারার অধীনে কর্তৃপক্ষ মধ্যস্থতাকারীকে ৩ মে, ১৯৭২ তারিখে একটি নোটিশ জারি করে যেটি মুসা চাকগড়িয়ার ১ নম্বর খতিয়ান এবং মুজা নয়াবাদের ৮ নম্বর খতিয়ানের জমি দখল করার জন্য।

২৪. খতিয়ান নং ১০ মৌজার ১ নং প্লট - নয়াবাদ মৌজার ৮ নং খতিয়ানের প্লট বাদে চকগড়িয়া - সম্পর্কিত ১৯৮৮ সালের সিও নং ১৬৩৩৯ (ডব্লিউ) নামে একটি রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল। রিট আবেদনকারী নয়াবাদ মৌজার ৮ নং খতিয়ানের কিছু প্লটের উপর অধিকার দাবি করেছেন। এই রিট পিটিশনটি ১৭ মে, ১৯৯১ তারিখে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল যেখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে ১৯৭২-১৯৭৩ সালের ১ নং মামলায় অন্তর্ভুক্ত প্লট এবং মৌজাগুলিকে এই আদেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা হবে, যার ফলে জমিটি তার উন্মুক্ত আওতার মধ্যে পড়ে।

২৫. ১৯৯১ সালের ১৭ মে তারিখের রিট আবেদনে প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে প্রথম বিবিধ আপিল দায়ের করা হয়েছিল। রিট আবেদনটি ছিল ৯১-এর FMAT নং ২৫৩২, যা ৮ অক্টোবর, ১৯৯১-এ নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। রাজ্যকে ১৯৫৫ সালের পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইনের অধীনে কার্যক্রম শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। রাজ্য একটি বিশেষ অনুমতির আবেদন করেছিল যা সাবার্বান এগ্রিকালচার ডেইরি এবং ফিশারিজ প্রাইভেট লিমিটেড এবং আরেকজন (উপরে) একটি কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হয়েছিল।

২৬. শহরতলির এগ্রিকালচার ডেইরি অ্যান্ড ফিশারিজ প্রাইভেট লিমিটেড এবং আরেকটি (উপরে) ডিভিশন বেঞ্চের আদেশ বাতিল করে একক বিচারপতির নির্দেশ পুনরুদ্ধার করেছে। এটি নিম্নরূপ আদেশ হয়েছেঃ-

১৯. আপিলটি মঞ্জুর করা হলো। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের আদেশ বাতিল করা হলো। একক বিচারকের নির্দেশ পুনর্বহাল করা হলো। আপিলকারী আইনের ধারা ১০(২) এর অধীনে বিবাদীকে নোটিশ জারি করতে এবং তদন্ত পরিচালনা করতে পারবেন এবং জানতে পারবেন: (১) জমিগুলি মৎস্যচাষ বা মাছ ধরার জন্য অর্থাৎ ট্যাঙ্ক ফিশারি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছিল কিনা; (২) ট্যাঙ্ক ফিশারি হিসেবে প্রশ্নবিদ্ধ জমির দখল ধরে রাখার বিকল্প ব্যবহার করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিবাদী 'খ' ফর্ম জমা দিয়েছিলেন কিনা; এবং (৩) ট্যাঙ্ক ফিশারি হিসেবে প্রশ্নবিদ্ধ জমি ব্যবহার করে চলেছেন কিনা। বিবাদীদের তাদের/তাদের মামলা প্রমাণ করার জন্য যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেওয়া হবে।

২০. যদি তদন্তে দেখা যায় যে জমিগুলি ন্যস্ত করার তারিখ অনুযায়ী ট্যাঙ্ক মৎস্যচাষ নয় অথবা উত্তরদাতা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ট্যাঙ্ক মৎস্যচাষ হিসাবে জমির দখল ধরে রাখার জন্য ফর্ম 'বি' তে বিকল্প জমা দেননি, তাহলে জমিগুলি সমস্ত দায় থেকে মুক্ত ছিল এবং কর্তৃপক্ষগুলি এর অধীনে জমি দখল করার অধিকারী ছিল। ধারা ১০ (১) ধারা ১০ (৩) এর সাথে পড়ে। যদি ff এটি খুঁজে পায়

যে জমি হস্তান্তরের তারিখ অনুযায়ী ট্যাক্স মৎস্যচাষ হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং উত্তরদাতা সময়সীমার মধ্যে দখল বজায় রাখার এবং মৎস্যচাষ বা মাছ ধরার জন্য ট্যাক্স মৎস্যচাষ অব্যাহত রাখার বিকল্পটি ব্যবহার করেছেন এবং যদি এটি ট্যাক্স মৎস্যচাষের দখলে না থেকে থাকে, তবে মৎস্যচাষ বা মাছ ধরার জন্য ট্যাক্স মৎস্যচাষের অব্যাহত ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী আরোপ করতে পারেন, যা স্থির বা সংশোধিত ভাড়া প্রদান সাপেক্ষে এবং শেষ পর্যন্ত অধিকারের রেকর্ডে প্রবেশ করা যেতে পারে। যদি উত্তরদাতা এর লঙ্ঘন করে, তবে রাষ্ট্র আবার দখল শুরু করতে পারে। যদি উত্তরদাতা মৎস্যচাষের জন্য বা মাছ ধরার জন্য ট্যাক্স মাছ ধরা ব্যবহার না করেন বা জমিগুলি বিচ্ছিন্ন করে দেন তবে আবেদনকারীদের জমি দখল করার জন্য এবং সমস্ত বিক্রয় যদি দ্বারা করা হয় উত্তরদাতা রাজ্যকে আবদ্ধ করেন না। "

২৭. সাবার্বান এগ্রিকালচার ডেইরি এবং ফিশারিজ প্রাইভেট লিমিটেড এবং আরেকজন (উপরে) দ্বারা পরিচালিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল এবং ১৯৫৩ সালের আইনের ১০ (২) ধারার অধীনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি নোটিশ জারি করা হয়েছিল। মধ্যস্থতাকারী কর্তৃক ১৯৯৮ সালের WP নং ১৩২৩-এ এই নোটিশকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। এই ধরনের রিট আবেদন ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং ২০০৩ সালের TA নং ৫৯ হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল।

৬ অক্টোবর, ২০০৪ তারিখের এক আদেশে ট্রাইব্যুনাল ২০০৩ সালের টিএ নং ৫৯ নিষ্পত্তি করে SADFPL-কে তার ধারণের অধিকার প্রয়োগের সুযোগ দেয়। এই আদেশের প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নরূপ:-

"এই সিদ্ধান্তের তারিখ থেকে ৬ সপ্তাহের মধ্যে ১ নম্বর ড্যাগের বিক্রি হওয়া অংশ থেকে কেবল অকৃষি জমি ধরে রাখার জন্য তার পছন্দ নির্দেশ করে" বি "ফর্ম জমা দেওয়ার জন্য এলআরটিটি শহরতলিকে নির্দেশ দেয়।"

"এটা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে এই সিদ্ধান্তের তারিখ থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে যদি শহরতলির কোনও 'বি' ফর্ম জমা দিতে ব্যর্থ হয় তবে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ আইন অনুসারে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে স্বাধীন থাকবে।"

"এলআরটিটি আরও বলেছে যে, ১ নম্বর ড্যাগের বিক্রি হওয়া অংশের এতটা অংশ ধরে রাখার জন্য শহরতলিকে একটি সুযোগ পেতে হবে কারণ আইনের ৬ ধারার উপ-ধারা (১) এর ধারা (সি)-তে নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করবে না।"

২৮. ট্রাইব্যুনালের এই আদেশকে SADFPL কর্তৃক WPLRT নং ৭৭৭, ২০০৪-এর একটি রিট পিটিশনের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, যা ১০ নভেম্বর, ২০১৬-এ খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের সামনে এমন কোনও প্রস্তাব দেওয়া হয়নি, যা প্রমাণ করে যে, SADFPL ৬ অক্টোবর, ২০০৪ তারিখের নির্দেশ মেনে চলেছিল এবং দাগ নং ১-এর বিক্রিত অংশ থেকে অকৃষি জমি ধরে রাখার পছন্দ নির্দেশ করে ফর্ম B জমা দিয়েছে। SADFPL নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফর্ম B জমা দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, ৬ অক্টোবর, ২০০৪ তারিখের আদেশে থাকা ডিফল্ট ধারাটি কার্যকর হয়েছে এবং কর্তৃপক্ষ আইন অনুসারে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার অধিকারী হয়েছে।

২৯. রিট আবেদনকারী এসএডিএফপিএল-এর নির্দেশের বিরুদ্ধে ১৯৫৩ সালের আইনের ১০ (২) ধারার অধীনে জারি করা ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ তারিখের নোটিশটি আক্রমণ করেছিলেন। এই ধরনের রিট পিটিশনটি ১৯৯১ সালের সিও নং ১৫৩৬৬ (ডাব্লু) হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল। এই ধরনের নোটিশটি ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫-এ হাইকোর্ট দ্বারা বাতিল করা হয়েছিল। এরপরে, রিট আবেদনকারী অধিকারের রেকর্ড সংশোধন এবং ভাড়া গ্রহণের জন্য আবেদন করেছিলেন।

৩০. রিট আবেদনকারী ১৯৯৭ সালের ডব্লিউপি নং ১৪৫ (ডাব্লু) নামে একটি রিট পিটিশনও দায়ের করেছিলেন, যা ১৯৯৭ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর রাজ্যকে ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬ তারিখের আবেদনটি বিবেচনা করার নির্দেশ দিয়ে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। এই নির্দেশ মেনে কর্তৃপক্ষ ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬ তারিখের আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করেছিল, যা ২০০৩ সালের ওএ নং ১৯৭৯-এ বিতর্কিত আদেশের জন্ম দেয়।

৩১. উপরে উল্লেখিত হিসাবে, SADFPL রিট আবেদনকারীর কাছে বিতর্কিত জমি হস্তান্তর করেছে। বিতর্কিত জমি এবং রিট আবেদনকারীর ভাগ্য সাবার্বান এগ্রিকালচার ডেইরি এবং ফিশারিজ প্রাইভেট লিমিটেড এবং আরেকজন (উপরে) মামলায় গৃহীত সিদ্ধান্ত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

যেখানে দেখা গেছে যে, যদি এসএডিএফপিএল জমিটি বিচ্ছিন্ন করে দেয় তবে জমি দখল করার জন্য রাজ্যের জন্য উন্মুক্ত এবং এসএডিএফপিএল দ্বারা করা হলে বিক্রয় রাজ্যকে বাধ্য করবে না। এসএডিএফপিএল কখনই কোনও ফর্ম বি দাখিল করেনি যা জমিটিকে সংরক্ষিত জমি হিসাবে দেখায়।

৩২. এস. এ. ডি. এফ. পি. এল-কে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ৬ই অক্টোবর, ২০০৪-এর তার আদেশে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফর্ম বি দাখিল করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। এই ধরনের আদেশে আরও বলা হয়েছিল যে, এস. এ. ডি. এফ. পি. এল কোনও ফর্ম বি জমা দিতে ব্যর্থ হলে কর্তৃপক্ষ আইন অনুসারে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে স্বাধীন থাকবে। রিট আবেদনকারী ফর্ম বি-এর উপর নির্ভর করেছেন যা ১৯৫৯ সালে এস. এ. ডি. এফ. পি. এল দ্বারা দায়ের করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। তাই এই ধরনের ফর্ম বি, ৬ই অক্টোবর, ২০০৪-এর ট্রাইব্যুনালের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল না। এই ধরনের ফর্ম বি দাখিল করা হয়েছিল, ধরে নেওয়া হয়েছিল যে ১৯৫৩ সালের আইনের অধীনে নির্ধারিত সময়ের বাইরে এই ধরনের ফাইলিং ছিল। অতএব, এস. এ. ডি. এফ. পি. এল-এর সংরক্ষিত জমি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে এই ধরনের 'বি' ফর্ম বিবেচনা করা যেত না। উল্লেখযোগ্যভাবে, এস. এ. ডি. এফ. পি. এল ২০০৩ সালের টি. এ ৫৯-এ ট্রাইব্যুনালের সামনে উল্লেখ করেনি। যেখানে ৬ই অক্টোবর, ২০০৪ তারিখের আদেশটি পাস করা হয়েছিল যে এটি ছিল

১৯৫৯ সালে জমা দেওয়া ফর্ম বি। অতএব, ১৯৫৯ সালে জমা দেওয়া ফর্ম বি এসএডিএফপিএল-এর সংরক্ষিত জমি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে বিবেচনায় নেওয়া যাবে না।

৩৩. শহরতলি কৃষি দুগ্ধ ও মৎস্য সম্পদ লিমিটেড এবং অন্য (উপরে উল্লিখিত)-এর অনুপাতের ভিত্তিতে রিট আবেদনের পক্ষে এসএডিএফপিএল দ্বারা বিতর্কিত জমি হস্তান্তর রাজ্যের জমি দখল করার অধিকারকে প্রভাবিত করে না এবং হস্তান্তর রাজ্যের উপর বাধ্যতামূলক প্রভাব ফেলে না। সুপ্রিম কোর্টের এই ধরনের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে, যা প্রশ্নযুক্ত জমি পরিচালনা করে, রাজ্য কর্তৃক দায়ের করা মামলা বা এসেট অধিগ্রহণ ট্রাইবুনালের অনুসন্ধানগুলি কোনও গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে, যদি কিছু থাকে।

৩৪. রাজবালা বারিক (উপরে) বলেছেন যে, একজন পোস্ট ভেস্টিং হস্তান্তরকারী জমি ধরে রাখার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না এবং যে ব্যক্তি ইতিমধ্যেই রাজ্যের কাছে ন্যস্ত জমি কিনেছেন, তিনি মূল মধ্যস্থতাকারীর সাথে চুক্তির মাধ্যমে এই জমি ধরে রাখার কোনও অধিকার প্রদান করেন না। তিনি আরও বলেছেন যে, ১৯৫৩ সালের আইনে জমি ধরে রাখার প্রশ্নে পোস্ট ভেস্টিং হস্তান্তরকারীর কোনও ভূমিকা বিবেচনা করা হয়নি।

হস্তান্তরকারীর নামে একটি পদ, রিট আবেদনকারীর মধ্যস্থতাকারী দ্বারা ধরে রাখার বিষয়ে কোনও অধিকার নেই। যে কোনও ক্ষেত্রে, বর্তমান মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে, মধ্যস্থতাকারী প্রয়োজনীয় ফর্ম বি দাখিল করেননি যা দেখায় যে, বিতর্কিত জমি মধ্যস্থতাকারী দ্বারা ধরে রাখা হয়েছিল।

৩৫. ফলস্বরূপ, এস. এ. ডি. এফ. পি. এল-এর কোনও অধিকার রিট আবেদনকারীর কাছে আসেনি কারণ এস. এ. ডি. এফ. পি. এল-এর কোনও অধিকার ছিল না।

৩৬. এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে যে, সংশ্লিষ্ট জমির ক্ষেত্রে রিট আবেদনকারীর কোনও অধিকার নেই, শ্রীমতি শান্তি দেবী (উপরে) এবং সরোজ কুমার বসুর (উপরে) অনুপাতের ভিত্তিতে রিট আবেদনকারীর যুক্তি গ্রহণ করা যাবে না।

৩৭. উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা বর্তমান রিট আবেদনের কোনও যুক্তি খুঁজে পাই না। 2006 সালের W.P.L.R.T নং 584 এবং IA নং: 2023 সালের CAN 1 খরচ সম্পর্কিত কোনও আদেশ ছাড়াই খারিজ করা হচ্ছে।

[বিচারপতি দেবাংশু বসাক]

৩৮. আমি একমত।

[বিচারপতি মহম্মদ শাক্বার রাশিদি]

## **DISCLAIMER**

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

### **দাবিত্যাগ**

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

**/Diganta Mondal**